স্থান পরিবর্তন
পারমিতা
এখন 'নিউ পারমিতা'
বিরাশা রোডের পূর্বদিকে কালীবাড়ী সু ষ্ট্রিটে বিপণীতে
ফোন - ২৫৬০১০
মোঃ-৯৪৩৪৪১৫১৫৬

দৈনিক চেতনা

রিপোর্টিং ও - ৭৪৭৭৬৮৭৩৬৩ ☐ বিজ্ঞাপন - ৮০১৬১২০৫৯৩ / ৯১২৬৭৬০৬৬২
DAINIK CHETANA • 43rd Year • Issue153 • SATURDAY • 17 September 2022 • Price Rs.2.50 ,EMAIL: chetanacti@gmail.com
Regd. No. RNI 37404/81 ☐ ৪৩ বর্ষ ☐ ১৫৩ সংখ্যা ☐ ৩১ ভাদ্র, ১৪২৯ ☐ শনিবার ☐ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ ☐ ২.৫০ টাকা ☐ Postal Regd. No. SP/CTI/02/2019-2021.

আপনাদেরই রেস্টুরেন্ট
"নিকেতা"
কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড
নতুন বছরের নতুন চমক—
পিৎজা, ফ্রাইড চিকেন ও
নানান কন্টিনেন্টাল ডিস সাজিয়ে
উষ্ণ আতিথেয়তার অপেক্ষায় ....
আসা চা-ই-ই।
ফোন-৯৭৩৪৭৯৪৯০১

নবান্ন অভিযানের দিন চটি পরা জেহাদিরা আক্রমণ চালিয়েছে, চন্ডীপুরে শুভেন্দুর আক্রমণ

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নবান্ন অভিযানের দিন বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে জেহাদিরা। এমনই বিক্ষোভক অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার চন্ডীপুরের একটি দলীয় সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, নবান্ন অভিযানের দিন বহু চটি পরা লোকজন আক্রমণ চালিয়েছে। বহু জেহাদীদের নিয়ে এসেছে। কোনটা পুলিশ, কোনটা বহিরাগত বোঝার উপায় নেই। এমনকি এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এও দাবী করেন যে, এদের বিষয়ে আমি যা জানি, আর কেউ জানে না। কেন না, সুদে তাঁর হুঁশিয়ারী, কেষ্ট আর পার্থকে ফাইভ স্টার বেনিফিট দিচ্ছে। এর পর দিল্লিতে যেতে হবে। তিহারে থাকতে হবে। ২০২০ সালের পর ফের নবান্ন অভিযান করল বিজেপি। মঙ্গলবার তিন দিক থেকে মিছিল করে নবান্নে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষরা। পুলিশের অনুমতি ছিল না। বিজেপির কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা ও হাওড়া। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় সাঁতরাগাছিতেও। কলেজ স্ট্রীট ও লালবাজারে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। আটক করা হয় শুভেন্দু, লকেট ও সুকান্তকে। নবান্ন অভিযান শেষে সন্ধ্যায় লালবাজার থেকে ছাড়া পান শুভেন্দু অধিকারী। তখনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, আমাদের ২০০ থেকে ২৫০জন কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০ জনেরও বেশী হাসপাতালে ভর্তি। এই নবান্ন অভিযানের পরই পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে আই পিএসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান শুভেন্দু। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সেই দাবীকে শিলমোহর দেয় কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বও। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে কড়া ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের উদ্দেশ্যে তোপ দাগেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। এরপরই বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গড়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ৫ সদস্যের কমিটিতে থাকছেন জিজলাল, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, অপরাজিতা সারেঙ্গি, সুনীল জাখড় ও সমীর ওঁরাও। রাজ্যে আসবেন তাঁরা। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে রিপোর্ট দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে।

আজ মহাদেব বিশ্বকর্মাপূজা উপলক্ষে দৈনিক চেতনা কার্যালয়ে ছুটি। রবিবার প্রকাশিত হবে না। সোমবার থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে। শ্রমজীবী মানুষদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
- সম্পাদক

আজ বিশ্বকর্মা পূজা ডিজের বিভীষিকা দেখা দিতে পারে

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার ভাদ্র সংক্রান্তি। এই দিনে হবে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনা। মূলতঃ শ্রমিক সংগঠন গুলি এই পুজার আয়োজন করে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা গেছে বিশ্বকর্মা পুজার অর্থই হল ডিজের বিভীষিকা। বিশাল বিশাল বক্সে বিকট আওয়াজ ছড়িয়ে মানুষকে অসুস্থ করে আনন্দ পান এক শ্রেণীর উদ্যোক্তা। কারামন্ত্রী অখিল গিরি বলেন, ডিজে বন্ধ করার জন্য নির্দেশিকা জারী হয়েছে। ঐ নির্দেশ না মানলে প্রশাসন আইনমত ব্যবস্থা নেবে। তবে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে পুলিশ শুধু ডি জে এবং অ্যামপ্লিফায়ার তুলে আনে। পুজা কমিটির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় না। সারা রাজ্যে কোথাও তা হয় না।

দুর্নীতি মামলায় রাজ্য পুলিশ সক্রিয় হতেই নিখোঁজ প্রাক্তন পুরপ্রধান

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ দু মাস ধরে বিজেপির কোন দলীয় কার্যকলাপের কোথাও দেখা যাচ্ছে না কাঁথি পুরসভার দু বারের পুর প্রধান তথা কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সৌম্যেন্দু অধিকারীকে। বস্তুত সৌম্যেন্দু শুধু প্রাক্তন পুর প্রধানই নয়, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদেও রয়েছেন। অথচ বিজেপির নবান্ন অভিযান কর্মসূচীতে ও কলকাতা কিংবা জেলার কোথাও দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি দলের কর্মীদের সঙ্গেও তার বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই বলে খবর। তিনি কোথায় রয়েছেন, সেটাও দলের কর্মীদের কাছে অজানা। এবার এই বিষয়েই প্রশ্ন তুললো শাসক শিবির। তৃণমূলের কাঁথি শহর সভাপতি হরিসাধন দাস অধিকারীর অভিযোগ, সৌম্যেন্দু বাবু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাঁথির মানুষের উন্নয়ণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। বহু দুর্নীতি করেছেন। পুলিশের গ্রেপ্তারের ভয়ে এখন গোপন কোনও ডেরায় লুকিয়ে রয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, যদি দুর্নীতি না করে থাকেন তাহলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? পাপ কোনদিন চাপা থাকে না। এই অভিযোগ পুরোপুরি নস্যাৎ করে বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুলম পন্ডিত বলেন, সৌম্যেন্দু বাবু অসুস্থ। বাইরে চিকিৎসা করাতে গিয়েছেন। পুলিশ মিথ্যা মামলা করেছে। ও কোথাও লুকিয়ে নেই। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। সময় এলেই সবটা জানতে পারবেন।

হাঁটু জলে ডুবে আছে মহকুমা হাসপাতাল, একই হাল দারুয়া রাস্তার

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গত দু'দিনের বৃষ্টিতে কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল চত্বর সহ দারুয়া রাস্তার বেহাল অবস্থা। প্রবল বৃষ্টির ফলে মহকুমা হাসপাতালের বিল্ডিং গুলি বাদ দিলে চারিদিকে হাঁটু সমান জমা নোংরা জল থই থই করছে। রোগী ও রোগীর আত্মীয় পরিজনদের হাঁটু সমান নোংরা জলের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষেরা এমন দুর্ভোগে পড়লেও কাঁথি পৌরসভা বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই। এদিকে বর্ষার শুরু মুহূর্তে কাঁথির চৌরঙ্গী মোড় থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা সারাই করেছিল পি ডব্লু ডি দপ্তর। কিন্তু এক মাস হতে না হতেই এই রাস্তার বড় বড় খানা খন্দ তৈরী হয়েছে এবং রাস্তার অনেকাংশে জলজমা হয়ে রয়েছে। বিপদ জনক এই রাস্তা ধরে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে এই রাস্তা সারাই না হলে যে কোন সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ছোট বড় গাড়ীর চালকরা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে।

নবান্ন অভিযানে গাড়ীতে আগুন নেগুয়া থেকে ধৃত এক

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির নবান্ন অভিযানে পুলিশের উপর নৃশংস আক্রমণ, পুলিশের গাড়ী ভাঙ্গচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে এগরার নেগুয়া থেকে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত রাজকুমার মাইতির বাড়ী দমদম এলাকায়। সি সি টি ভি ফুটেজ দেখে আক্রমণকারী ও সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস কারী দের সনাক্ত করে তল্লাসি শুরু করে পুলিশ। গ্রেপ্তারী এড়াতে নেগুয়ায় আত্মীয় বাড়ীতে লুকিয়ে ছিলেন রাজকুমার।

চোরাই বাইক সহ গ্রেপ্তার

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁথিতে চোরাই বাইক সন্দেহে এক জনকে গ্রেপ্তার করলো কাঁথি থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি চোরাই বাইক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। কাঁথি থানা পুলিশ জানায় ধৃত শুভাচার্য চন্দ্রের বাড়ি মারিশদা থানার বেতালিয়া গ্রামে। শুক্রবার ধৃতকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাঁথি থানার পুলিশের নাকা চেকিং করার সময় বাইক আরোহী যুবককে সন্দেহ হয়। এরপর বাইকের কাগজপত্র দেখাতে চাইলে দেখাতে পারেনি ও যুবক। এরপর আটক করে ঐ যুবককে থানায় আনা হলে পুলিশ জানতে পারে এটি চুরি যাওয়া বাইক।

পার্সে, ভাঙ্গড় ও কাঁকড়া চারা বিতরণ

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ পার্শে, ভাঙ্গড় ও কাঁকড়া চারা বিতরণ হল রামনগর -১ ব্লকে। শুক্রবার ১৮ জন মৎস্যজীবীকে ৫০০ টি ভাঙড় ও ৫০০ টি পার্শে চারা এবং ৮ জনকে ৫০০ টি করে কাঁকড়া চারা দেওয়া হয়। রামনগর -১ ব্লকে এফ ই ও কার্যালয়ে এই বিতরণ কর্মসূচীতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মহাপাত্র, সহ সভাপতি নিতাই চরণ সার, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার খাঁন, বিডিও দ্বিপন তালুকদার, জয়েন্ট বিডিও উৎপল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সহ সভাপতি নিতাই চরণ সার বলেন, যাদের ঘেরী আছে, মাছ চাষ করেন, তাদেরকেই চারা দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ মৎস্য যোজনায় হল এই চারা বিতরণ।

কিশোরনগর পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মানসিক রোগের চিকিৎসা

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ এবার কাঁথি পৌরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মানসিক রোগের চিকিৎসা পাওয়া যাবে। কাঁথি পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের নোডেল অফিসার ডাঃ অনুতোষ পট্টনায়ক জানান, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য হেল্থ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতির সিদ্ধান্তমত প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার পৌরসভার কিশোর নগরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মানসিক রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। এছাড়া সাইকিয়াট্রিক রোগীদের কাউন্সিলিং করার ও ব্যবস্থা থাকছে। এই পরিষেবা দেবেন নন্দীগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেল্থ টিমের ডাঃ তুহীন ভূঁই, ডাঃ দেব লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য কর্মী সুমনা কর দেবনাথ। স্বাস্থ্য দপ্তরের কথায় বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজের ছাত্র - ছাত্রী থেকে বহু যুবক - যুবতী বিভিন্ন কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন যার জেরে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথমিক চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গলায় ফাঁস লাগানো এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। শুক্রবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় পটাশপুর থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সৌমহরি দিন্দা (২৯)। তার বাড়ী পটাশপুর থানার মরোজা গ্রামে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে তার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পটাশপুর পুলিশ।

জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় কন্টাই পাবলিক স্কুলের সাফল্য

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ সিআইএসসিই বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল রাঁচির ওয়েসকোট রোজেল স্কুলে। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতায় ১২টি রাজ্যের নির্বাচিত ১০০০ জন ছাত্র - ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। রাজ্যস্তরে উত্তীর্ণ মোট ২৭ জন ছাত্র - ছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এর মধ্যে কন্টাই পাবলিক স্কুলের প্রতিযোগির সংখ্যা ছিল ১২ জন। ছাত্র - ছাত্রীরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এস জি এফ আই এর জাতীয় স্তরের যোগাসনে অংশগ্রহণের সম্মান এনে দিয়েছে। বালকদের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে কন্টাই পাবলিক স্কুলের সম্প্রাপ্তি কর, শুভশ্রী মান্না, অন্বেষা মাইতি ও সৃষ্টি গিরি দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বালকদের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে অর্ণব কর, সৌনক মাইতি ও অন্যান্য স্কুলের তিন ছাত্র মিলে দলগতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বালকদের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে সৌনক মাইতি ব্যক্তিগত ভাবে তৃতীয় স্থান এবং আর্টিস্টিক যোগাসনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বালিকাদের অনূর্ধ্ব বিভাগে রিতভোরা দাস, মারিয়া সুলতানা, সম্প্রীতি ভূঁঞ্যা ও আরো দুই ছাত্রী মিলে দলগতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। বালকদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে কন্টাই পাবলিক স্কুলের দীপাঞ্জন কর, যীশু দাস, ঐশিক দাস ও আরও অন্যান্য স্কুলের দুজন ছাত্র মিলে দলগত ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। ব্যক্তিগতভাবে দীপাঞ্জন প্রথম স্থান ও আর্টিস্টিক যোগায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এসজিএফ আই কর্তৃক আয়োজিত এই যোগাসন প্রতিযোগিতার তারিখ খুব শীঘ্রই জানা যাবে। সারা রাজ্য তথা উত্তর পূর্ব অঞ্চলের এই যোগাসন দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন কন্টাই পাবলিক স্কুলের ক্রীড়া বিভাগের শিক্ষক শরদিন্দু কর। এছাড়াও ছাত্র - ছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন কন্টাই পাবলিক স্কুলের যোগাসন উপদেষ্টা, সুকুমার প্রধান ও ওই স্কুলেরই শিক্ষিকা অনিন্দিতা মাইতি। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ২০২২ এ কন্টাই পাবলিক স্কুলেই রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্র - ছাত্রীদের এই সাফল্যে বিদ্যালয়ের অভিভাবক - অভিভাবিকা সহ সমগ্র কন্টাই পাবলিক স্কুল পরিবার আনন্দিত। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ দাসের দাবি, ছাত্র - ছাত্রীদের কঠিন অধ্যাবসায় ও তাদের অভিভাবকদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতাই এই সাফল্যের চাবিকাঠি।

বিজেপির কাঁথি ও ভূপতিনগর থানা ঘেরাও কর্মসূচী

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভার পক্ষে থানা ঘেরাও কর্মসূচী হয়। কর্মসূচীতে উপস্থিত বিধায়ক অরূপ কুমার দাস, জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর মন্ডল ও জেলা নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টি চোক ধরতে আওয়াজ তুলে অংশ নেয়। নবান্ন অভিযান কর্মসূচীতে শাসক দলের দলদাস পুলিশ বিজেপি কর্মীদের নবান্নে যেতে না দেওয়ার জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড করে কর্মীদের দিকে কাঁদানি গ্যাস ছোড়ায় অনেক কর্মী গুরুতর আহত হন। সেই সঙ্গে জল কামান, সহ পুলিশের লাঠি দিয়ে অনেক কর্মীদের আঘাত করে এবং বিজেপি কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে, এমনকী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য নেতৃত্বদের আটক করে, পুলিশ প্রশাসন হয়েও শাসক দলের দলদাসে পরিণত হয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দলের প্রতি নির্মম অত্যাচার, আটক করেছে তার প্রতিবাদে এবং তৃণমূল সরকারের ভোট পরবর্তী খুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুক্রবার বিকালে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে কাঁথি শহর পরিক্রমা করে থানা ঘেরাও করে বিজেপি নেতা কর্মীবৃন্দ। এই কর্মসূচিতে ছিলেন দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক অরূপ কুমার দাস, রাজ্য নেতৃত্ব সোমনাথ রায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর মন্ডল, জেলা নেতৃত্ব অসীম মিশ্র, মুনমুন দাস, উত্তর কাঁথির প্রাক্তন বিধায়ক কনশী মাইতি, কাঁথি নগর মন্ডল সভাপতি কাউন্সিলার সুশীল দাস, তাপস দলাই, দক্ষিণ মন্ডল সভাপতি উমেশ প্রধান, নগর মন্ডল যুব সভাপতি চন্দন জানা, মহিলা মোর্চা নেত্রী অর্পণা বেরা সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্বও কর্মী সমর্থকগণ। দলের নবান্ন ঘেরাও অভিযান কর্মসূচীতে পুলিশি অত্যাচার ও তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামহীন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শুক্রবার ভূপতিনগর থানায় ডেপুটেশন দিল বিজেপি। এদিন বিজেপির দলীয় কর্মী সমর্থকরা মিছিল করার পর থানা ঘেরাও করে। এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন তপন মিদ্যা, শরৎ চন্দ্র বর্মন, শুভাশীষ মাইতি, সৌগত মন্ডল, দেবকান্তি দাস, অনিন্দ্য সুন্দর ধানা, তপতী মাইতি, সাবিত্রী বারুই, উর্মিলা উপাধ্যায় প্রমুখ।

মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েতে চোখের আলোয়

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ চোখের আলোয় নামের সরকারী কর্মসূচীতে শুক্রবার রামনগর-২ ব্লকের মৈতনা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ২৬৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা হলো। ২৯ জনের চোখে ছানি পাওয়া গেছে। ১০৭ জনকে চশমা দেওয়া হবে। তবে যেহেতু এটি সরকারী কর্মসূচী সেজন্য ক' দিন পরে চশমা আসবে। রামনগর- ২ বিএমওএইচ ডাঃ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চক্ষু বিশেষজ্ঞরা এই অনুষ্ঠানে চক্ষু পরীক্ষা করেন। কর্মসূচীটির সহায়তায় ছিল বটতলা আনন্দময়ী লায়ন্স ক্লাব। অতিথি ছিলেন রামনগর কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, জেলা পরিষদ সদস্য রিজিয়া বিবি, উপ প্রধান তমালতরু দাস মহাপাত্র, পঞ্চায়েত সদস্য অলক চৌধুরী, সমাজসেবী পিনাকী দীন্ডা শিবির পরিচালনায় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ। উপ প্রধান তমালতরু বলেন, বুধবারের একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ১৯ জনের চোখে ছানি নির্ণিত হয়েছিল, এদিন হলো ২৯ জনের। মোট ৪৮ জনের ছানি অপারেশন হবে দীঘা হাসপাতালে। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাতেই হবে অপারেশন। এদিনের কর্মসূচী সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বলিয়াপুর সমবায়ে সিএসপি

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বলিয়ারপুর সমবায়ের সংবাদে শিবোনামটি ভুল প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামটি হবে বলিয়ারপুর সমবায়ে সিএসপি।

পাড়ে পাড়ে ২০ বছরে পদার্পণ
আমাদের ২০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে
সকল কর্মী, সদস্য, গ্রাহক, আমানতকারী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, গোল্ড লোন ও ফেক ডিপোজিট লকার
(সদস্য/সদস্যাদের জন্য)
কাঁথি ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং- ০৩/কাঁ/০৩ তাং ১৮/০৯/২০০৩
মূল শাখা: কাঁথি : পূর্ব মেদিনীপুর
দূরভাষ : (০৩২২০) ২৫৬১৬২, ৮১৮৭৫২৮৯৪৪, ৯৪৭০৪২৯৭০২
সমবায় আমাদের সকলের
সাধন মন্ডল সেক্রেটারী
উজ্জ্বল দাস মানেজার
সিদ্ধার্থ মাইতি চেয়ারম্যান

অনাথ ও বৃদ্ধাদের মাংস ভাত খাওয়ালো কাঁথি লায়ন্স ক্লাব

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক লায়ন ক্লাবের ৩২২ মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্টের ঘোষিত ওয়ান মাল্টি পল-ওয়ান এক্টিভিটি রূপায়ণে ফরিদপুরের অনাথ ও বৃদ্ধা আবাসিকদের মাংস ভাত খাওয়ালো কাঁথি লায়ন ক্লাব। লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ৩২২ সি-১এর রিজিওন চেয়ারম্যান সুবিমল মাইতি জানিয়েছেন, চলতি মাসের ১১ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ এর মধ্যে দুস্থ অসহায় মানুষদের হাতে খাওয়ার তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বুধবার কাঁথি-১ ব্লকের ফরিদপুরের বিবেকানন্দ লোক শিক্ষা নিকেতন পরিচালিত অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমের ১৬২ জন আবাসিককে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে কাঁথি লায়ন্স ক্লাব। ক্লাবের সভাপতি অশোক জানা, সার্ভিস চেয়ারম্যান কমলেশ মাইতি, তাইস প্রেসিডেন্ট তপন সাহু, ট্রেজারার অশোক সাহু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভগবানপুরের শিউলীপুর উদয়ন সংঘের সেবা কাজ

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ধূলি মলিন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুস্থ সুন্দর ও ছি স্রীবনমুখী ভাবনায় ভাবিক হয়ে ভিন্ন জীবন স্রোত প্রবাহে প্রয়াসী হয়ে থাকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার শিউলীপুর উদয়ন ক্লাব। এই সংস্থার বহুমুখী সামাজিক কর্মধারার সঙ্গে জন্ম লগ্ন থেকে বিজড়িত। অনাথ শিশুদের পরিচর্যা, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের একাধিক সামাজিক মানবিক সেবায় ব্রতী এই সংস্থা। তাই সকল রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য চৌবেড়ী মধ্যে সমাজ কল্যাণ সাধন করা। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বৈর্ধ্যে ক্লাব বর্ষময় জন্ম দিবস উদ্‌যাপন করা। এমনি আশ্রমের প্রতিটি শিশু ও দাদু দিদার (বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক) জন্ম দিন পালন করা হয়ে থাকে। আজ এই সংস্থার সুদিন বা দুর্দিনে যিনি দাঁড়ান এমনি এক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন পালনের সাক্ষী থাকল সংস্থার আবাসিক কর্মকর্তা আপাতিক [illegible] হলেন কলিকাতার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সুনীল কুমার আগরওয়াল। আগরওয়াল মহোদয়ের কর্মের প্রেম, মানবিক উৎসাহ, স্নেহপ্রবণ মনন, প্রীতিময় চিন্তন সংস্থার পথ চলাকে করেছে আরো মসৃণ। তাই তাঁর ৫৭তম জন্মদিবস এই ক্লাবের অঙ্গে ছাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালিত হয়। আগরওয়াল মহোদয় ক্লাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্য শিউলীপুর উদয়ন ক্লাবে উপস্থিত থেকে তাঁর অকৃপণ মানসিকতার আর একবার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। তিনি অনাথ আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে তাঁর স্মারক হিসাবে নতুন পোশাক তুলে দেন। বাঙালীর প্রাণের শারদীয়া উৎসবের পূর্বে এমন উপহার আবাসিকদের মুখে হাসি ফোটায়, তাছাড়া বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রাণভরা আশীষ যেন ঝরে পড়লো আগরওয়ালের মাথায়। এই জন্য আবেগপ্রবণ আগরওয়াল নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান। গৃহের আপনজনদের ঘেরাটোপের বাইরে এমন জন্মদিন পালনে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি ভবিষ্যতে ক্লাবের কর্মকাণ্ডে নিজেকে আরো গভীর ভাবে সংযুক্ত রাখার অঙ্গীকার করেন। তাঁর এই মহতী ইচ্ছাকে অভিনন্দিত করেন ক্লাবের কর্ণধার তথা সম্পাদক বিষ্ণুপদ গুচ্ছইৎ। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পরমেশ্বরের কাছে আগরওয়ালের সুদীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ অবদানের কথা পরিবেশন করেন। তিনি আগরওয়াল আরো দৃঢ়ভাবে ক্লাবের সামাজিক মানবিক কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অনুরোধ রাখেন। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের দিনে আগরওয়ালের মতো মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন সম্পাদক। আজকের এই সংস্থার অঙ্গনে এই জন্মদিন পালনের কোনো ত্রুটি রাখেনি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আবাসিকগণ যেমন খুশির জোয়ারে ভেসে গেছেন, তেমনি এমন মহৎ প্রাণের উপস্থিত তাদের করেছে সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, কাঁথি হাল জুনপুট কোর্টাল থানার দামোদরপুর মৌজার ২১ দাগে ২৪ জে ও ২৯ দাগে ২১ জে সম্পত্তি লইয়া কাঁথির সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) ১ম আদালতে প্রতীপ কুমার গিরি বাদী হইয়া গীতারানী মাইতি এর বিরুদ্ধে যথাক্রমে টাইটেল সুট ১৩৪/২২ ও ১৩৫/২২ নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিলে মোকর্দ্দমায় মাননীয় আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ও বিক্রয় বন্ধের আদেশ দিয়াছেন এবং বর্তমান উক্ত মোকর্দ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে।

এজন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সতর্কবার্তা প্রচারিত হইতেছে যে, উপরোক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা চলাকালীন কাহারও সহিত কোনরূপ লেনদেন কিংবা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পূর্ণ বে-আইনী হইবে এবং যদি কেহ করেন তবে তাহা নিজ ঝুঁকিতে করিবেন।

ইতি— শ্রী প্রতীপ কুমার গিরি, সাং ও পোঃ- দামোদরপুর, থানা- জুনপুট কোষ্টাল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

শ্রীকৃষ্ণ এক্স-রে ক্লিনিক
কাঁথিতে সর্বপ্রথম MRI পরিষেবা
২৪ ঘণ্টায় হোল রাত সি.টি.স্ক্যান
অন্যান্য পরিষেবা
ডিজিট্যাল এক্স রে (ডি. আর.) কম্পিউটার প্যাথলজি, কালার ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ডিজিও এন্ডোস্কোপি এবং কলোনোস্কোপি, ইইজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ওপিজি।। দেজো রোড ঃঃ কাঁথি
ফোন-(০৩২২০)২৫৫৬১০/২৫৮২৮০, মোঃ-৯৭৩৩৮৪৩৭৩৮

প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী, হাওড়ার বাসিন্দা সৌরভের সম্মানে সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের

পুজোর পর ইউনেস্কোর স্বীকৃতি গবেষককে

তাপস প্রামাণিক

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক বছর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হয় ঘূর্ণিঝড়। তার পর সেটা শক্তি সঞ্চয় করে অনেক সময়েই স্থলভাগে পড়ে মুখরবংশের উপর। নষ্ট হয় জমির ফসল। ঝড়ের লাপটে বহু গাছ উপড়ে পড়ে, মারা যায় হাজার হাজার গবাদি পশু। অনেক সময়েই বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে। বঙ্গোপসাগরের সেই ঘূর্ণিঝড় গাঙ্গার মোহনায় চৌগাঙ্গিক পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তার উপর ধীবিন করে গবেষণা চালাচ্ছেন সেন্সিয়েন্স কলেজের প্রাক্তনী সৌরভ পাল। তাঁর একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক জার্নালে। এ ছাড়া তাঁর সাফল্যের মুকুটে যোগ হলো আরও একটি পালক। সৌরভের এই গবেষণামূলক কাজকে সংস্কৃতি স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। কলকাতার দুর্গাপুজোকে ওয়ার্ল্ড ইন্টাঙ্গিব্জিল কালচারাল হেরিটেজের তকমা দেওয়ার পর সৌরভের এই

বিষয়: ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলার গৌরব বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১ থেকে ২০০০ সালকে ইউএন ডিকেড অফ ওশান সায়েন্স অ্যান্ড সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট' হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। মহাসাগর এবং সমুদ্রের উপর গবেষণা এবং উন্নয়নীয় অঞ্চলের সুসংহত উন্নয়নের লক্ষ্যে এই গবেষণাপত্র অন্টেনের প্রকল্প করা হবে ইউনেস্কোর নিজস্ব গবেষণাগারে।

সৌরভ ফোনে 'এই সময়'কে জানান, বিশ্বের হাতেগোনা কয়েক জন বিজ্ঞানী ইউনেস্কোর ওই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ওই বিজ্ঞানীদের মধ্যে সৌরভ অন্যতম। তাঁর গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে ইউনেস্কো। তিনি ইউনেস্কোর লোগো ও ব্র্যান্ড ব্যবহার করতে পারবেন। নৌবহরে সম্ভবত প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী, তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

ইউনেস্কোর চিঠি হাতে পাওয়ার পর উৎফুল্ল হাওড়া মহাবিদের যুবক সৌরভ। তাঁর কথায়, 'ইউনেস্কোর কাজ থেকে স্বীকৃতি পাওয়াটা আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের। এটা আমাদের অনেকটা উৎসাহ দেবে।' সৌরভের সংযোজন, 'অবশ্য ভাল লাগছে যে, কিছু দিন আগে হাওড়ার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কাছ থেকে ওয়ার্ল্ড ইন্টাঙ্গিব্জিল কালচারাল হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। তার ঠিক পর পর আমিও ইউনেস্কো থেকে স্বীকৃতি পেলাম। এটা বাংলার সাফল্য।'

সৌরভের গবেষণা অনুযায়ী, গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে এখন যে সব ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ছে, সেগুলো আগেরকার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। দুটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমেছে। তার কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে জলের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। সেটা নিয়মাল তৈরি করতে সাহায্য করছে। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরও বাড়বে।

মায়ের মোবাইল ফেটে মৃত্যু আট মাসের শিশুর! স্মার্টফোন বিস্ফোরণ আটকানোর উপায় কী?

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দিন কয়েক উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে মোবাইল ফেটে মৃত্যু হল আট মাসের এক শিশুর। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি সুইচবোর্ডে মোবাইলটি চার্জে বসিয়ে শিশুটির পাশে রেখেছিলেন তার মা। মাস দুয়েক আগে কেনা সেই কি প্যাড ফোন চার্জে বসানর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গিয়ে হয় বিপত্তি। ঘটনাটি সামনে আসার পর এক বিশ্যাত টেক ইউটিউবার দাবি করেন ঠিক একই ভাবে মোবাইল ফেটে গিয়ে মৃত্যু হয় তার কাকিমার। পাশের টেবিল ফোন চার্জে বসিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। মোবাইল ফেটে মৃত্যুর খবর নতুন নয়। ২০১৬ সালে সামসাঙ গ্যালাক্সি নোট ৭ মডেলটি বন্ধই করে দেওয়া হয় এই কারণেই অন্যই। ঠিক কি কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটে? কোন বিস্ফোরণের প্রধান কারণ হল ফোনের ব্যাটারির দুর্বল তাপ পরিবহন ব্যবস্থা পনা। লিথিয়াম আয়ন হল এমন উপাদান যা বেশির ভাগ ফোনের ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। লিথিয়াম আয়ন মেটালুর্জি অস্থির যার মানে আপনি যখন এটি চার্জ করছেন, তখন যেন বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক থাকে সে দিকে নজর রাখতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনাটি ঘটে খারাপ চার্জার ব্যবহারের কলে। খারাপ চার্জার ব্যবহার করলে ফোনের ব্যাটারিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ [illegible] হয়, ফলে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে কী কী করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব?

১) সেলার প্যানেল ব্যবহার করে ফোনে চার্জে বসাবেন না।

২। কোনও কারণে ফোন ভিজে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি পুরোপুরি শুকিয়ে না যায় তাকে চার্জে বসাবেন না।

৩।অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ব্যবহার পর ব্যাটারি ফুলে যায়। এমনটা হলে সঙ্গে ব্যাটারি বদলাতে হবে।

৪। ঘন ঘন ফোন চার্জে বসানো ভাল নয়, মোবাইলে ২০ শতাংশ চার্জ থাকলে তবেই চার্জে বসান। সারা রাত ধরে মোবাইলে চার্জে দেবেন না।

৫। অনেক সময় ফোনের ব্যাটারি লিক করে, পোড়া পোড়া গন্ধ বেরোয়। তখনই সাবধান হন। ফোন বন্ধ করে দিন। প্রয়োজনে ব্যাটারি বদলান।

নয়াচরের কাজের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে

উন্নয়ন

আগেই ঘোষণা করেছিলেন নয়াচরে হবে ফিশিং হাব। সেই মতো মীন দ্বীপে সমীক্ষা এবং হাব তৈরির নানা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে একাধিকবার গিয়েছে প্রশাসনিক প্রধান। কার্যত সব ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই দ্বীপে সমীক্ষার কাজে হাতও কাটিয়েছেন মৎস্য এবং ভূমি দফতরের আধিকারিকেরা। তাঁদের সেই সব সমীক্ষার রিপোর্ট জানানো হল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

বুধবারই পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মান্ডি ওই রিপোর্ট তাঁকে জানিয়েছেন সূত্রের খবর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য সহ-অধিকর্তা সৌরিন্দ্রনাথ জানা বলেন, "আমরা আমাদের এখানে কী কী কাজ এগিয়েছে, সেই বিষয়ে মৎস্য দফতরের তরফে জেলাশাসককে রিপোর্ট দিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীকে জেলাশাসক ওটা বিষয়টি জানিয়েছেন।" জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে, তাতে বলা হয়েছে নয়াচরে তিন হাজার মৎস্যজীবীর বসবাস। এদের নিয়েই ৮০টি মৎস্য সমবায় তৈরি করা হয়েছে। ওই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীদের সুরাহাঁর বিভিন্ন অফিসে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। হলদিয়ার মহকুমাশাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় জানালেন, নয়াচর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন সেই মোতাবেক কাজ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীও জেলা সফরে এসে নয়াচর নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশও দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে এবং বঙ্গোপসাগর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে হলদিয়া এবং প্রস্তাবিত কুকপি বন্দরের মাঝে ২৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়েই রয়েছে নয়াচর। কার্যত ১৮ কিমি দীর্ঘ এই দ্বীপে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের বসবাস। এর আগে বাম আমলেরও তৈরি ১০টি সমবায় ছিল নয়াচরে। মুখ্যমন্ত্রীর সদুপ্রত্ত সাহায্যের পর এই দ্বীপে সমবায় বাড়ানো হয়। দ্বীপের সমবায়ে বড় সদস্য হল মোথাবারী। এখানে দুটি জেটি থাকলেও সেগুলি ভগ্ন এবং কাজের অনুপযুক্ত। তাই প্রথমে ঠিক হয়েছে, হাব তৈরির আগে দুটি জেটি তৈরি হবে নয়াচরে। একটি সরকারি সংস্থা জেটি তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, একটি জেটি হবে টুপি খরের দিকে, অন্যটি পূর্ব দিকে। এছাড়া নয়াচরে হবে মৎস্য দফতরের অফিস। প্রেসেসিং প্ল্যান্ট, অ্যাকোয়া পন্ড, বাচ্চাদের স্কুল ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর দীঘার গ্রেপ্তার তিন মদ ব্যবসায়ী

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈকত নগরী দীঘায় বাড়তি নজরদারি পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ পরই নড়েচড়ে বসলো জেলা পুলিশ প্রশাসন। সৈকত নগরী দীঘায় অবৈধভাবে মদ বিক্রি করার বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান নামলো দীঘা থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের পুলিশ। বুধবার রাতে অবৈধ মদ বিক্রি করার অভিযোগের তিন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। দীঘা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা হল রামনগর থানার খিয়ার গ্রামের স্বপন জানা ও শিবনগর জানা। অপরদিকে দীঘার আফগারি দপ্তরের পুলিশ দত্তপুর গ্রামের শ্রীমন্ত মহাকুড়। তিনজনের কাছ থেকে বেশ কয়েক লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বুধবার তমলুকে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈকত নগরী দীঘাকে নিয়ে বাড়তি নজরদারি চালানো নির্দেশ জারি করেছিলেন জেলা পুলিশ প্রশাসনকে। দীঘার এখন শুধু ভিন্ন রাজ্যের পর্যটক নয় বিদেশি পর্যটকেরা আসতে শুরু করেছে। পর্যটকদের মাঝে কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে কড়া হাতে মোকাবিলা করার জন্য নির্দেশ জারি করেছিলেন।

সিবিআইয়ের হাতে কল্যাণময়ও

এসএসসি-র নিয়োগ-দুর্নীতির মদ্যস্থতা এ বার সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার অধিকর্তা বিভাগ পরেশনাথ রায় ও শ্রদীপ সিংকে গ্রেপ্তার করেছেন। এ দিন শুধু নতুন গ্রেপ্তারি নয়, এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতিতে টাকা পাচারের মাধ্যমে ইডি-র হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তারা জেরা করতে চায় বলে সিবিআই অলিপুরের বিশেষ আদালতে আবেদন জানিয়েছে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এখন বন্দি রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আজ, শুক্রবার সিবিআইয়ের সেই আবেদনের উপর শুনানি হতে পারে।

সিবিআইয়ের দাবি, এ দিন ধৃত প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময়ের বাড়িতে সকালে তল্লাশি চালান দুর্নীতিতে। এমনকী, কলকাতা হাইকোর্টে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার যাগের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করেছিল, সেখানেও নিয়োগ দুর্নীতিতে শক্তিশালীদের পাশাপাশি কল্যাণময়ের ভূমিকার কথা উঠেছে বলে হয়েছে। সিবিআই সূত্রের খবর, কল্যাণময়কে গ্রেপ্তার করার পর পার্থকে হেফাজতে পেলে ঠিক কী ভাবে দুর্নীতির জাল বোনা হয়েছিল, সেই জালে কী ভাবে অযোগ্যদের চাকরিপ্রার্থীদের জড়িয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল— সেটা সিঁড়িভাঙা অঙ্কের উত্তরের মতো বার করতে চান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

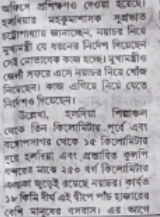

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার সিবিআই যখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার পর জিজ্ঞাসাবাদ তুলছে, সেই সময়ে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যেটা বলেছি, সেটাই সত্যি।' কী বলেছেন, সেই ব্যাপারে কিছু না-বললেও পর্ষদ সভাপতি হিসেবে তাঁর শেষ দিন, ২৪ জুন সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণময় বলেছিলেন, 'পর্ষদ একদিন কলঙ্কমুক্ত হবেই।'

এই আমে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার যাগের কমিটির রিপোর্টে এসএসসি-র তৎকালীন চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির দুই মাথা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়, বেআইনি ভাবে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকা নিয়ে শান্তিপ্রসাদ যেন বোর্ডের তৎকালীন সভাপতি কল্যাণময়ের চেম্বারে গেছেন। সেখানে সেই সব নামে নিয়োগপত্র তৈরি করাতেন কল্যাণময়। বোর্ডের নিয়োগ বিভাগকে অন্ধকারে রেখে নিজের খুশিই এক অফিসারকে দিয়ে ওই প্রার্থীদের জন্য নিজের কম্পিউটার থেকে নিয়োগপত্র বার করতেন তিনি।

'টাকাকড়ি সব ইডির হাতে', ট্রেন্ডি টি-শার্টে বাজার মেতে

শ্যামগোপাল রায়

'আমিনের শারদোৎসবে, টাকাকড়ি সব ইডির হাতে।' — কৌতুকতরা এমন সব স্লোগান এ বার পুজোর থ্রেডে। যাকে 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলির একেবারে 'বং কমেডেন্স'। পুজোয় যা টি-শার্টের বুকে, পিঠে সেঁটে ঘুরে বেড়াবে যাকে তরুণ প্রজন্মকে।

ঘটিত কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নয়। নিরাকরণ উঠে আসে শব্দবন্ধও টি-শার্টে ফুটিয়ে তুলে দুর্গতিনাশিনীর

পুজোর সাজ

মণ্ডপে দেখা যেতে পারে তরুণ-তরুণকে। যেমন — 'মেয়ে মাত্র তত্ত্ব বাস', 'মা দেখে নে তা টাকা দে' বা 'শুধু ছবি পরিব আমি অর্জ্জি'। রয়েছে — 'মহাবিশ্ব যদেই একলও পেছে ঘাঁড়ি' বা 'বিশ্বাস তবুও আমি বন্ধ একদেশসিং', 'স্বপ্ন পূরণেও টাকা লাগে', 'বেশ বাড়তে রোজগার কমাই'-র মতো লিখে। এ বার পুজোয় দেবার বিকোচ্ছে এমন

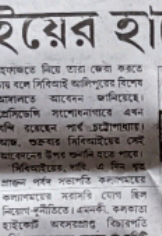

এমন টি-শার্টই এ বার পুজোয় 'ইন'

সব টি-শার্ট।

পুজোর একদও সপ্তাহ সুরেক বাকি। এ বার করোনার ছোবল কাটিয়েই আনন্দও কেটে গিয়েছে। কাজেই পুজোর ফাশনের ট্রেন ধিরে ইন-আউটের টক্কর জমেছে জোর।

পাঁচ বছর ধরে এমন টি-শার্ট তৈরি করছেন নদিয়ার মুমর বগ। 'টাকাকড়ি সব ইডির হাতে' লেখা টি শার্ট-এর অর্ডারও জমিয়ে তিনি। তাঁর কথায়, 'এখন টাকা উদ্ধারের ঘটনা প্রথম আলোচিত। তাই টি-শার্টে বিষয়টিকে তুলে ধরেছি। আর এক ধারণাটা অর্ণব চৌধুরী বলেন, 'যখন যা নিয়ে চর্চা হয়, তখন সেটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। ক্রেতারা ট্রেন্ডি পোশাক বেশি পছন্দ করেন।'

গতবার টি-শার্টে ফুটে ওঠে করোনা টিকার প্রসঙ্গ। লেখা ছিল — 'ফুটিয়ে নিয়েছি চাপ নেই'। গত বছর তা-ই ছিল অন্যতম আলোচ্য। আর এ বার টাকা উদ্ধার 'ইন।' তাই এই জাতীয় বাক্যবহ ছাপানো টি-শার্টগুলির চাহিদা থাকবে বলে মত বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ সমর চক্রবর্তীর মতে, 'আপনাদের যা ঘটছে, সেটাই সেগুলো তুলে ধরতে অনেকটা ব্যবসার প্রচেষ্টা। যাঁরা পোশাক তৈরি করেন, তাঁরাও সে চেষ্টা করেন। পুজোয় সেগুলোই বেচে যায় বাজারে।'

সেপ্টেম্বরের গোড়ার ডেঙ্গি সংক্রমণের প্রকোপ এ বছরই সব থেকে বেশি! ভয় ধরাচ্ছে পরিসংখ্যান

১৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের মোট সংখ্যা এখন দশ হাজার ছুইছুঁই। এ মাসের প্রথম সপ্তাহের গোড়ার সংখ্যাটি পৌঁছে গিয়েছিল আট হাজারের ঘরে। স্বাস্থ্য আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন, ২০১৭ থেকে ২০২১ এই পাঁচ মধ্যে ২০১৯ বাদ দিলে; সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ডেঙ্গি সংক্রমণের প্রকোপ এ বছরই সব থেকে বেশি। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, ২০১৯ সালে মশাবাহিত এই রোগের মারাত্মক থাবাটা হয়েছিল। এ বারেও যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে তিন বছর আগের ছায়াই দেখতে পাচ্ছেন চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে ২০১৯ সালে জানুয়ারি থেকে বছরের ৪৬ তম সপ্তাহে (১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৪ হাজার ৭৪৫ জন। আর শুধু ওই এক সপ্তাহেই (৩৬ তম সপ্তাহ) আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৯৬০ জন। এ বছর ওই এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৫৪ জন। আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২৭৭ জনে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্য দপ্তরের জনস্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন তিন বছর আগে এই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা যা ছিল তার প্রায় ণ্ডণ বেঁধে চলছে এ বছর সংক্রমণ। বিষয়টি উদ্বেগের। শুধু কলকাতা বা উত্তর ২৪ পরগণা নয়, মশাবাহিত রোগ ছড়াচ্ছে জেলাগুলিতেও। এক আধিকারিকের কথায়, ২০১৯ বাদ দিয়ে বাকি বছরগুলির পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আক্রান্তের সংখ্যা এতটা বাড়েনি। তাই সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে অর্থাৎ শুধু ৩৬তম সপ্তাহে (সাত দিনে) ২০১৭ সালে আক্রান্ত হন ৮৪৪ জন এবং ২০১৮ সালে ১৩০৪ জন। অতিমারীর সময়ে সংখ্যাটি কমে গিয়েছিল। ২০২০ সালে ৮৬ জন ও ২০২১ সালে ১৪১ জন আক্রান্ত হন। শেষ দুই বছরের মোট আক্রান্তের তুলনায় আট গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে চলতি বছরের ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, এই সাত দিনের সংক্রমণ। বাড়বাড়ন্তের নেপথ্যে বিশিষ্ট কয়েক পশলা বৃষ্টি একটি বড় কারণ বলে জানাচ্ছেন সংক্রামক রোগের চিকিৎসক অমিতাভ নন্দী। তিনি জানান, টানা ভারী বৃষ্টি হলে ডেঙ্গি বাহী মশা এডিস ইজিপ্টাইয়ের বংশবিস্তার সম্ভব ছিল না। কোথাও মশার লার্ভা জন্মালেও সেগুলি ভেসে যেত। কিন্তু তা হওয়ার ফলেই ক্রমশ প্রকোপ বাড়ছে। তাঁর কথায় মশাবাহিত এই রোগের বাড়াবাড়ির নেপথ্যে কয়েকটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। তা হল ডাইরাস মশা, মানুষ এবং পরিবেশ। আবার এই পরিবেশের মধ্যে বর্ষ, জল জমা, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা রয়েছে। এই বিষয়গুলির একটিও যদি ব্যাহত হয় তা হলে প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এখন সব কটিই একত্রিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর মতে অক্টোবর, নভেম্বর জুড়ে ডেঙ্গির প্রকোপ ভালো মতোই চলবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কিছুটা কমবে।

কাঁথিতে সর্বপ্রথম অভিনব
ক্যালেন্ডার পালিশ
করান আপনার পরিধেয় শাল, শাড়ি। ফেট, প্যান্ট, শার্ট, সালোয়ার এর ড্রাইওয়াস, রং, লিপ প্রভৃতি বস্ত্র সহকারে করা হয়।
বর্ণালী
(ড্রায়ার্স এন্ড ড্রাই ক্লিনার্স)
সরস্বতীতলা ঃঃ কাঁথি।

ভূপতিনগর ও এগরায় বাইক চুরির ঘটনার গ্রেপ্তার দুই যুবকের জেল হাজত!

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ভূপতিনগরের বাইক চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক যুবককে পাকড়াও করল পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া বাইক বাজেয়াপ্ত করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গ

জলাশয়ে দুর্যোধন, দ্রৌপদীর হাসি শোভন সৃষ্টি - রাশি

রাজীব কুমার জানা

সত্যিই তো - চিন্তায় পড়লেন ইন্দ্র। কিছু স্বপ্ন দর্শন করালেন ইন্দ্রকে। বললেন বিশ্বকর্মা নির্মিত প্রাসাদ অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। আপনি এটা জেনে রাখুন যে সব কিছুই অনিত্য এ জগতে। আজ যা নতুন, কাল তা নেই। আপনি একটি কর্মক্ষেত্র শত শত ইন্দ্রের মধ্যে। বলছেতো ইন্দ্র বলেন — আত্মমোহে নিমজ্জিত। সব কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, তেজদম্ভ, অহঙ্কার করব না আর আমি। বিশ্বকর্মা তাঁর জন্য সুন্দর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। কৃষ্ণ বলে বলা হয়েছে ইন্দ্র পিতা। ত্বষ্টার হত্যাকারী। পুরাণে দেখা যায় ইন্দ্র সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট, গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যাকে কামনা করার জন্য।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান। হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু এবং সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকা। অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জন্মান্ধ হওয়ায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর দুই পত্নী কুন্তু এবং মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী। কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম। জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরই রাজা হবেন নীতি অনুসারে। ঈর্ষায় ও দুঃখে কর্তব্যজ্ঞান ভুলে গান্ধারী গর্ভপাত (দুই বছরের বেশী গর্ভ) করান। জন্ম গ্রহণ করল দুর্যোধন সহ এক শত পুত্র এবং এক কন্যা দুঃশলা। দুর্যোধন অত্যন্ত অভিমানী এবং ঈর্ষা পরায়ণ ছিলেন। কৌরবরা পাণ্ডবদের সীমাহীন দুঃখ দিয়েছেন। কপট পাশা খেলায় ১২ বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাসে পাঠানো, মারণাবতের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ইত্যাদি।

ধৃতরাষ্ট্র অনুগ্রহ করে খাণ্ডব প্রস্থে পাণ্ডবদের এক টুকরো জমি দিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের একান্ত সুহৃদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে বিশ্বকর্মা সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদটি ছিল অনুপম, যেন মায়াপুরী। পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে কৌরবরা সেই প্রাসাদ অবলোকন করে অভিভূত। যোজন বিস্তৃত প্রাসাদের স্ফটিকের প্রাণ্ত মেঝেতে জলের বিভ্রমে হকচকিয়ে পড়ে যান মানী দুর্যোধন। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রতিপক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রে দুর্যোধন তখন যথেষ্ট অসহায় অবস্থায়। পরিপাটি বিচক্ষণ রাজপুত্রের এহেন অবিমৃশ্যকারিতায় অনেকের মত পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা এবং পাণ্ডব রাজমহিষী দ্রৌপদীও হেসে উঠে ছিলেন। ক্ষুব্ধ দুর্যোধন এই অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা নেন। কপট পাশা খেলায় শকুনি মামার সহায়তায় দুর্যোধন রাজ দরবারে দ্রৌপদীর অবমাননা করেন। ফলতঃ ১৮দিন ব্যাপি কুরুক্ষেত্র মহারণ।

বেদে এবং পুরাণে বিশ্বকর্মার জন্ম নিয়ে অনেক কাহিনী। সংশয় জাগে বিশ্বকর্মা তাহলে একজন না একাধিক। বিশ্বকে রচনা করেছেন তিনি, এ বিশ্ব তাঁরই কর্ম তাই তিনি বিশ্বকর্মা। অতদ্র কর্মের মহাজাল বিস্তার করে আছেন তিনি অনন্ত দিকে। বেদের ভাষায় বিশ্বঘন্তে তিনি নিজেকে আহুতি দিয়ে বসেছেন। আমরা যে বিশ্বকর্মার আরাধনা করি তাঁর একটি মুখ, চারটি হাত, বাহন হাতি। কার্তিকের মতো রূপ অনেকটা। স্বামী নির্মলানন্দের বই থেকে জানা যায়, বিশ্বকর্মার এই রূপ প্রবর্তন করেছিলেন কর্মকার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা স্বর্গত হরষিত কেশরী রায়।

বিশ্বকর্মার অসাধারণ সৃষ্টি সম্ভারের কয়েকটি ঃ কুবেরের অলকাপুরী, শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা, অগস্ত্যের ভবন, দেবগণের বিমান, কুবেরের পুষ্পক রথ, যম ও বরুণের প্রাসাদ, ব্রহ্মার নির্দেশে বানরদের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা, অসুর বিনাশের জন্য দেব দেবীর ব্যবহৃত অস্ত্র, ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে বজ্র, দুই অসুর ভাই সুন্দ এবং উপসুন্দ বধের নিমিত্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর অন্তস্থ কর্মার সৌন্দর্য্য ও শক্তি সংগ্রহ করে তিলে তিলে গড়ে তোলা নারীশক্তি তিলোত্তমা, ইন্দ্রের বজ্র ও বিষয় নামে বিখ্যাত ধনু, ত্রিপুরাসুর নিধনের সময় শিবের যুদ্ধের জন্য রথ ইত্যাদি। রামচন্দ্রের জন্যে সমুদ্রবক্ষে সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা পুত্র নল। বিশ্বকর্মার অন্য একটি বিশেষ অবদান হোল চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষিন্দরের জন্য লোহার বাসর ঘর নির্মাণ।

স্বর্গীয় প্রযুক্তিকার দেবস্থপতি বিশ্বকর্মা

দীপক কুমার মাইতি

গণেশ চতুর্থীতে সিদ্ধিদাতা গণেশ দেবতার পুজো সম্পাদনের মধ্য দিয়েই পুজো মরশুমের শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাদ্র মাসের শেষ দিন, ভাদ্র সংক্রান্তি। বর্ষা বিদায়ের পালা। আর শরতের মাসের শেষ দিন, কাল অর্থাৎ পয়লা আশ্বিন পান্তা খাওয়া। এই মনসা পুজো। জল ঢালা পান্তা ভাত আর ডাল, চচ্চড়ি, কচুশাক, পুঁইশাক, ঠেঁড়স ভাজা, কলা ভাজা, কুমড়োর তরকারি চিংড়ি দিয়ে, ইলিশ মাছ ভাজা, রুই কালিয়া, পিঠে - পুলি, পায়েস আরও কতকি। আগের দিনের রান্না পরের দিনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কস্তি ডুবিয়ে খাওয়া।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সুতোয় করে মাল্লা দেওয়া। কত রকমের সুতো স্পেকট্রা, ডেক্রন, ডিস্ট্রি প্রভৃতি। আকাশ ভরা ঘুড়ির মেলা- লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, গোলাপী, কমলা ঘুড়িদের ভোকাট্টা। কত রকমের ঘুড়ি - চার - কোণা, বাক্সঘুড়ি আর — পেটকাটি চাঁদিয়াল, মোমবাতি বগ্যা।

আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা।

বিশ্বকর্মা পুজার দিনে বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানোর অনাবিল উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। ঘুড়ির ইতিহাস জানা যায় - ১৬৩৫ সালে উডকাট পিন্টে, লেখক জন বেইটের লেখা বই 'দি মিসটিস অব নেচার অ্যান্ড আর্ট' থেকে। আমাদের ভারতবর্ষে ঘুড়ির প্রচলন হয় মোঘল সাম্রাজ্যের সময়। এরোপ্লেন আবিষ্কারের সময় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এই ঘুড়ির সাহায্য নিয়েছিলেন।

বিশ্বকর্মা পুজোর পরের অনুষ্ঠান মহালয়া। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিতৃতর্পণ, পিতৃ পক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনা। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই দুর্গাপুজোর প্রথম ধাপ। রাস্তায় রাস্তায় থিম পুজোর প্ল্যাকার্ড। শারদীয়া পত্রিকা পুজা সংখ্যার হাতছানি। শরতে আগমনী গানের সুর, বেতার ও টেলিভিশনে মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুরমর্দিনীর সম্প্রচার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দেয়।

অর্থাৎ শ্রম নির্ভর নগরায়ণ বা কৃষি বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই সারা পৃথিবীতে একজন দেবতাকে শ্রমজীবীদের আরাধ্য হিসাবে কল্পনা করা হয়।

বিশ্বকর্মা পুজা মানে অরন্ধন। আজ রান্না মানে বিশ্বকর্মার পুজার দিন রান্না। কাল অর্থাৎ পয়লা আশ্বিন পান্তা খাওয়া। এই দিনে উনুন জ্বলে না এ দেশের ঘরে ঘরে। এই দিনে রান্না পুজো বা মনসা পুজো। জল ঢালা পান্তা ভাত আর ডাল, চচ্চড়ি, কচুশাক, পুঁইশাক, ঠেঁড়স ভাজা, কলা ভাজা, কুমড়োর তরকারি চিংড়ি দিয়ে, ইলিশ মাছ ভাজা, রুই কালিয়া, পিঠে - পুলি, পায়েস আরও কতকি। আগের দিনের রান্না পরের দিনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কস্তি ডুবিয়ে খাওয়া।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সুতোয় করে মাল্লা দেওয়া। কত রকমের সুতো স্পেকট্রা, ডেক্রন, ডিস্ট্রি প্রভৃতি। আকাশ ভরা ঘুড়ির মেলা- লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, গোলাপী, কমলা ঘুড়িদের ভোকাট্টা। কত রকমের ঘুড়ি - চার - কোণা, বাক্সঘুড়ি আর — পেটকাটি চাঁদিয়াল, মোমবাতি বগ্যা।

আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা।

বিশ্বকর্মা পুজার দিনে বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানোর অনাবিল উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। ঘুড়ির ইতিহাস জানা যায় - ১৬৩৫ সালে উডকাট পিন্টে, লেখক জন বেইটের লেখা বই 'দি মিসটিস অব নেচার অ্যান্ড আর্ট' থেকে। আমাদের ভারতবর্ষে ঘুড়ির প্রচলন হয় মোঘল সাম্রাজ্যের সময়। এরোপ্লেন আবিষ্কারের সময় রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এই ঘুড়ির সাহায্য নিয়েছিলেন।

বিশ্বকর্মা পুজোর পরের অনুষ্ঠান মহালয়া। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিতৃতর্পণ, পিতৃ পক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনা। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই দুর্গাপুজোর প্রথম ধাপ। রাস্তায় রাস্তায় থিম পুজোর প্ল্যাকার্ড। শারদীয়া পত্রিকা পুজা সংখ্যার হাতছানি। শরতে আগমনী গানের সুর, বেতার ও টেলিভিশনে মহালয়ার ভোরে 'মহিষাসুরমর্দিনীর সম্প্রচার আকাশ বাতাস মাতিয়ে দেয়।

বিশ্বকর্মা শিল্পীদের আরাধ্য দেবতা। তাঁর জন্ম সম্পর্কে বেদে বলা হয়েছে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে বিশ্বকর্মা ভুবনের জনক। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ সবকিছু সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বজ্ঞানী

দৈনিক চেতনা

DAINIK CHETANA ○ CONTAI ○ PURBA MEDINIPUR ○ 4th Page ○ 43rd Year ○ Issue 153 ○ 17/09/2022

রামনগরে শিশু কিশোর কল্যাণ সংসদ

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রামনগরে শিশু কিশোর কল্যাণ সংসদের পথ চলা শুরু হোল। গত বৃহস্পতিবার ১১ জনকে নিয়ে সংসদ পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি নিতাই চরণ সার, কার্যকরী সভাপতি প্রভুরাম প্রধান, সহ সভাপতি দিলীপ দাস ও শুভেন্দু করণ, সম্পাদক দেবাশিস দাস, সহ সম্পাদক তাপস পাত্র ও কল্যান দাস, কোষাধ্যক্ষ পরুলোচন করণ, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক আদিত্যদেব রানা, সদস্যদ্বয় হলেন সরোজ মোহন পতি ও নীতীশ দাস। সংসদের উদ্দেশ্য হোল সুশিক্ষার মাধ্যমে শিশু কিশোর তথা ছাত্র যুবকদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, ত্যাগ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার বিকাশ সাধন করা, দেশকে ভালবাসা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মাধ্যমে সুস্থ মানসিকতা ও নীরোগ শরীর গঠন প্রভৃতি। রামনগর রেজিষ্ট্রি অফিসে সংসদ নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

কশাড়িয়া হাই স্কুলে আন্তঃ শ্রেণী ফুটবল

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মধ্য দিয়ে শেষ হলো মেদুরীর কশাড়িয়া হাই স্কুল এর ইন্টার ক্লাস ফুটবল লীগ। এক সপ্তাহ ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে ছাত্র ও ছাত্রীদের বিভাগে পঞ্চম থেকে দ্বাদশএর ছাত্র - ছাত্রী এবং শিক্ষক - শিক্ষিকাগণ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। গত ৮ আগষ্ট বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দীপক মিশ্র খেলার সূচনা করেন। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ছাত্রীদের বিভাগে ক্লাস একাদশ শ্রেণী ১-০ গোলে নবম শ্রেণীকে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়। ছাত্রদের বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণী ৩-২ গোলে একাদশ শ্রেণীকে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়।

জায়গা বিক্রী

সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড থেকে মাজনার দিকে আনুমানিক ১০ মিনিট হাঁটা রাস্তার মধ্যে পীচ রাস্তার ধারে ১৫ ডেঃ(if.....10+5) নিকটস্থ নার্সারি স্কুলের ১৫০ মিটারের মধ্যে।

যোগাযোগ- ৮৯৪৪০৪৯৪৬০ (মিডিয়েটার Allow)

বিশদ বিবরণ কিন্তু মুখোমুখি

ঘর ভাড়া

রাখাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ-এর বিপরীতে সেরাজিম সেন্টার-এর উপর দোতলায় ২ টি রুম, ডাইনিং ও কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ- ৭৬০২০৮৭৫৪৯

Maternity Leave Vacancy

Wanted an A.T in Maternity leave vacancy, M.A (Bengali), B.Ed, reserved for OBC-A. Apply to the Administrator, Sarpai Model Institution. Vill. + P.O - Sarpai, P.S- Marishda, Dist - Purba Medinipur, Pin- 721444 with two(2) sets of testimonials within ten(10) days from the date of Advertisement

Contact.- 9434692101 / 9800921042 / 8768383773

sd/-
Administrator
Sarpai Model Institution

B.ED. ADMISSION 2022-24

Ramnagar B.Ed. College

আর মাত্র কয়েকটি আসনের জন্য অতি সত্বর (17 seats)যোগযোগ করুন।

* Easy Instalments
* Scholarship
* Students credit card.

Mob- 9635432852/9062233747
7478113580

বিদেশী লেন্স সহ ফেকো সার্জারি ও কম খরচে কম্পিউটারাইজড অত্যাধুনিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র-

ভোলানাথ চক্ষু হাসপাতাল

সবজিটাঙ্গা, কাঁথি, মোঃ- 9732619162, 7872005757
(চক্ষু রোগ সার্জারি ডোনেশন পেশেন্ট ও অন্যান্য সাধারণ ডুপলে পাবে)

চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ সার্জেন ডাঃ সঞ্চারী সরকার রোগী দেখবেন সোমবার বিকেল ২টা থেকে ৫টা, M.B.B.S. MS (Medinipur Medical College & Hospital & Ex - B.P Poddar Hospital, Kolkata), ফেকো নাম বুকিং করুন।

ফেকো সার্জারি করছেন ডাঃ শিবরাম মান্ডি-M.B.B.S. DO. DNB. ডাঃ গৌরব ব্যানার্জী-M.B.B.S. DOMS. এছাড়াও দৃষ্টি বিশেষজ্ঞগণ

প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত রোগী দেখবেন।

তান্ত্রিক কামাক্ষ্যা প্রসিদ্ধা মাতা কামাক্ষিণী

বশীকরণ, ব্যর্থ প্রেম, বিদ্যা, চাকুরি, ব্যবসা, শত্রু দমন, জমিতে দেখল দৌপুনি লাভ (বিয়ে সাহায্যকরা মার্ট-এর কাছে)

প্রতি ইংরাজী মাসের ৪ ও ১৮ তারিখ। সকাল ১০-৪টা। বেলা- সৌরভ লাভ ৫ ও ১৯ তারিখ। রামনগর- শ্রীকৃষ্ণ লাভ, ৩, ১৭ তারিখ। বেলদা-মা শীতলা লাভ, ৬, ২০। একটুই সময়ে।

হেঁড়ুয়া — সিনহা- উৎসব ভবন, হেঁড়ুয়া (দীঘা রোড) প্রতি ইং মাসের ২ ও ১৬ তারিখ

মোঃ- ৬২৯০১২০০১৫/৯৬৭৪৯১০৯১৮ এই নম্বরে বুকিং করুন।

পাত্র মেডিক্যাল

চেম্বার করছেন — ডাঃ বাবু কাঁথি দীঘা বাইপাসে দক্ষিণা লাভের পরে বা HP গ্যাসের কাছে।

প্রফেসর ডাঃ স্বপন মিশ্র

MBBS (Cal), MD, DNB (PMR) (New Delhi) M.N.A.M.S (Gold Medalist)

পূর্বপক্ষ প্রাক্ সিজি হাসপাতাল (ডিউটিপ্যাথোলজি) , যক্ষ, ব্যথা স্থান, স্পো স্যারাপ্লেজিয়া , হাঁটু ফুল, হাঁটু ব্যথা , কোমর ব্যথা, হাত ব্যথা, শিরদাঁড়ায় ব্যথার সব আর্থাইটিস রোগ বিশেষজ্ঞ।

প্রতি শনিবার ও রবিবার দুপুর ৪ টায়

বিখ্যাত E.N.T নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন

ডাঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

MBBS (Cal) DLO (Cal) D.N.B, MS, Consultant ENT Physician & Surgeon

নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন এক-কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল, সাতুড়ি এবং সুন্দর স্পেশালিটি হাসপাতাল প্রতি সপ্তাহে সোম, বুধ শুক্রবার বিকাল ৫টা।

অনুরোধ- ১৪/০৯/২২ বুধবার / ১৯/০৯/২২ (সোমবার)

বিখ্যাত ডারমাটোলজিস্ট

ডাঃ রোহন কলা

M.B.B.S., MD, PGT
Dermatology, Venerulogy & Laprosy
(থিসিস ডেলাপলিস্ট) এলার্জি
চর্ম, কুষ্ঠ, যৌন, মুখে ব্রণ, চুলপড়া ও সাদাচটা বিশেষজ্ঞ
ফেকো সুলভে এলার্জি চেম্বার-১৯.৯.২২ সোমবার
নাম লেখার জন্য যোগাযোগ করুন— 8001107021 / 9064175738

Government of West Bengal
Directorate of Textiles
Handlooms, Spinning Mills, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts Division
Office of the Development Officer (Handloom), Contai
Srirupa Cinema Road, P.O.:Contai, Dist.: Purba Medinipur, PIN- 721401
e-mail:- dohcontai@gmail.com, FAX & SR-03220-255508

Memo No :_89/DOHC/2016-17 Dated : 16.09.2022.

E-TENDER

The under noted Tender is being invites online fo 01 (one) no. of work by the Development Officer (Handloom), Contai, Purba Medinipur regarding Civil work for Repair & Renovation of Existing common production Center at the premises of Basudebpur Silpa Bipanan Tantubay Samabay Samity Ltd. P.O.-Basudebpur,Egra Blok-II, Purba Medinipur.Amount put to Tender Rs. 27,48,547.00 Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website:- www.wbtender.gov.in (Direct Site). Last date of submission of Bid is 29.09.2022 upto 15.00Hrs. TENDER NO.- 00(n) CONTAI/ NIT 02(e)/2022-2023.
Tender Id-2022_DOTH_407279_1.

Sd/-
DEVELOPMENT OFFICER (HANDLOOM),CONTAI
PURBA MEDINIPUR.

Website : www.kargroups.com
Toll Free : 1800-121-1044

HOTEL Kep's

RESIDENCY & RESTAURANT
(A BUSINESS CLASS HOTEL)

CENTRAL BUS-STAND, CONTAI, PURBA MEDINIPUR
Mob.- 9734737219 // 7384200273

দ্বিতীয়তে সবার ইচ্ছা পূরণ
ফ্যাশনে-স্টাইলে উৎসবে।
এসে গেছে শারদীয়া উৎসব
শুভ বিশ্বকর্মা পূজার দিন
১৭ই সেপ্টেম্বর, আজ
শুভ উদ্বোধন
নতুন দ্বিতীয় শোরুম

big Festival Puja

পুজোর কেনাকাটায় হাতে হাতে উপহার।

আজ শুভ উদ্বোধন

পাঞ্চালী মহল (২)

ব্রাণ্ড-নয় ব্র্যান্ডিং পোষাকে সেরা।

ব্রহ্মতলার পাশে
কাঁথি০ পূর্বমেদিনীপুর

জাগরণী প্রকাশনীর পক্ষে দৈনিকচেতনা প্রেস,সরস্বতীতলা, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর হইতে পিকাশ প্রতিম মাইতি (কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর) কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ পিকাশ প্রতিম মাইতি ফোন (০৩২২০)২৫৫২১৮,সুটক-৭২১৪০১

Printed and published by Dr. Pikash Pratim Maity on behalf of Jagarani Prakashani and printed at Dainik Chetana Press, Saraswatitala, Contai, Purba Medinipur, and published at Contai, Purba Medinipur, 721401, E-Mail:chetanactc@gmail.com, Editor - Pikash Pratim Maity